৪৫ বছর ধরে প্রেত ও পিশাচ-পিশাচীর মূর্তি গড়ে চলেছেন

সুমিত্রা রায়

কুমারটুলিতে ভূত, প্রেত, পিশাচের মূর্তি।

মৃন্ময়ী মায়ের মূর্তি বানিয়ে নয়, ভূতপ্রেতের মূর্তি গড়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তাঁদের। কুমোরটুলি গেলে দেখা যাবে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে ভূত-প্রেত-পিশাচের মূর্তি। কারও মাথায় শিং ও আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, কারও বা কদাকার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে ভয়াল দাঁতের সারি। আবার কেউ বা স্কন্ধকাটা। কুমোরটুলির আলোআঁধারি গলি দিয়ে যাওয়া-আসার সময় হঠাৎ এই ভয়াল মূর্তিগুলোর সামনে পড়লে, অত্যন্ত সাহসী মানুষেরও শিরদাঁড়া দিয়ে বয়ে যাবে ঠাণ্ডা ভয়ের স্রোত। হাড় হিম করা এই মূর্তিগুলি আকস্মিক নজরে এলে তা যেন রাতে দুঃস্বপ্নেও বার বার ফিরে আসে। কালীপুজোর আগে-আগেই একদল মানুষ যাঁরা ভূতপ্রেতের মূর্তি বানাতে সিদ্ধহস্ত, তারা কুমোরটুলিতে চলে আসেন। এঁরা বহু বছর ধরেই ভূত, প্রেত, পিশাচ, পিশাচির মূর্তি গড়েন। এঁদেরকে কখনোই অন্য দেবদেবীর মূর্তি গড়তে ডাকা হয় না। এঁরা কেবলই বিশ্রী কদাকার ভয়াবহ আকৃতির ভূতপ্রেতের এবং হিংস্র প্রাণীর মূর্তি গড়তে দক্ষ। তবে এঁরা কখনও কোনও শিল্পীর মর্যাদা পান না। কিন্তু, তাঁরা মনে করেন তাঁদের তৈরি ভূতপ্রেত ছাড়া নিয়ম মেনে কালীপুজো সম্ভব নয়। শিল্পীর মর্যাদা পাওয়া না-পাওয়া নিয়ে কোনও মাথাব্যাথা নেই। বছরের পর বছর ভূতপ্রেতের মূর্তি গড়ে যাওয়াকেই তাঁদের ধর্ম বলে মনে করেন।

গোটা কুমোরটুলিতে এখন প্রসন্নময়ী মায়ের মূর্তির পাশাপাশি ভূত-প্রেত, পিশাচ-

পিশাচির মূর্তি গড়তে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। ৪০০ টাকা থেকে ১,০০০ টাকা দরে ভূত-প্রেত-পিশাচের মূর্তির অর্ডার নেওয়া হয়। তবে কোনও থিমের আদলে ভূতপ্রেতের মূর্তি তৈরির ক্ষেত্রে অবশ্য চার্জ বেশি। মৃৎশিল্পীদের কথায়, গত বছরের তুলনায় এবছর অনেক বেশি ভূতপ্রেতের অর্ডার রয়েছে। সেই অর্ডার সামলাতেই এখন ব্যস্ত রয়েছেন তাঁরা। সামনে ল্যাপটপ খুলে অবতারের ছবি দেখে দেখে কিম্ভূতদর্শনের মুখের আদলে মাটি দিয়ে ওই মূর্তি তৈরি করতে করতে শিল্পী জানলেন, এবছর কালীপুজোর আকর্ষণ বাড়াতে কোনও একটি পুজোমণ্ডপ থেকে বায়না পেয়েছেন হলিউডের হিন্দি সংস্করণ অবতার সিনেমার কিম্ভূত মূর্তির। শিল্পীর নাম জানতে চাইলে, নাম বলতে অনিচ্ছুক। কারণ, এসব গড়াতে কোনও কোনোদিনই শিল্পী আখ্যা পাওয়া যায় না। সখ করে এবার এই মূর্তি সে গড়েছে। তবে ভূত-প্রেত-পিশাচে তার কোনও বিশ্বাস নেই। কিন্তু, কুমোরটুলির ৬৫ বছরের মোহন ভক্তা ভূতপ্রেতের মূর্তি গড়তে গড়তে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করেন 'তেনারা আছেন'। গত ৪৫ বছর ধরে প্রেত ও পিশাচ-পিশাচির মূর্তি গড়ে চলেছেন। একটি ডাকিনি গড়ায় ব্যস্ত অনাদি দে-র কাছে তিনি সত্যি ভূত আছে কি না জিজ্ঞাসা করলে, প্রথমেই তিনি ঝাঁঝিয়ে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভগবান থাকলে ভূত থাকবে না কেনে'। ভূত তো মানুষের মনের ভুল। পাশেই স্কন্ধকাটা প্রেতের মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত বছর সাতাত্তরের নরহরি মাকালকে বলতেই, শুকনো ন্যাকরায় মাটির হাত মুছে নিলেন, কোমরে কৌপিনের মতো জড়ানো একটুকরো লাল কাপড় খুলে আবার মুছলেন। হাড় জিরজিরে চেহারা। ঘোলা চোখে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ। তারপর গাঁজার ছিলিমে জোর করে এক টান দিয়ে বললেন, "এত বাড়াবাড়ি ভালো নয়। আর দু-দিন বাদেই কৃষ্ণপক্ষের শুরু। তেনাদের নিয়ে মস্করা করা ঠিক না। এই বলে রাখলুম।"

এ যেন এক অন্য ধারার নিঃশব্দ প্রেতগড়ার সাধনা। ভূতের চেহারা এবং রূপ সম্পর্কে এঁদের ধারণা কীরকম? এর কোনও স্পষ্ট উত্তর মৃৎশিল্পীরা কেউই দিতে পারেননি। তবে তাঁদের বক্তব্য, ওই মূর্তিগুলি গড়ার সময় এক অদ্ভুত আচ্ছন্নতার বশবর্তী হয়ে তাঁরা বছরের পর বছর বানিয়ে চলেছেন প্রেত ও পিশাচের নানা রূপ। তাই তাঁদের চোখ, মুখ এবং শরীরী ভাষাতেও মাঝেমাঝে ফুটে ওঠে এক রহস্যাবৃত অচেনা ভাবভঙ্গি। তাঁদের কথাবার্তায় মিশে আধা অলৌকিক জগতের বিচিত্র শব্দ চয়ন এবং বিশ্বাস করতে কষ্ট হওয়ার মতো সব গল্প। কিন্তু, বড়োদের ওইসব মূর্তি গড়ার কাজের সঙ্গে সাহায্য করতে করতে ভুট্টু ছোটু, লম্বু, বাপ্পা রাজুরা এই জগতকেই সত্যি বলে মানে ও সত্যি বলে ভাবতে ভালোবাসে।

কথিত আছে কৃষ্ণপক্ষের ভূত চতুর্দশী গা-ছমছমে অন্ধকারে প্রতিটি কালীমূর্তির পাশে এদের জায়গা অনিবার্য। সেই সময় তন্ত্রসাধকেরা ভূতপ্রেত 'বশে' আনার জন্য সাধনা করে থাকেন। কালীপুজোর দিন তারাপীঠে সারারাত ধুনি জ্বালিয়ে এঁরা সাধনা করেন। এমনও উল্লেখ আছে, তন্ত্রসাধনার জন্য শবদেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গকেও ব্যবহার করা হয়ে থাকে।